FEB 28 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে ঐকমত্য

❑ এসএসসি পরীক্ষার ফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে ❑ পরীক্ষার সময় হরতাল নয়

রাশেদ আহমেদ ঃ আগামী ১৫ই মার্চ সারাদেশে এসএসসি ও ১০ই মে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এ দুটি পরীক্ষায় প্রায় ১৪ লাখের মতো পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রবণতা রোধে শিক্ষা বোর্ডগুলো এবার নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সকল দলের সংসদ সদস্যরা পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে যাবতীয় সহযোগিতাদানে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

এছাড়া হরতাল কর্মসূচি শিথিল করার কারণে পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিয়ে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠাও কমেছে। বিরোধীদলীয় জোট পরীক্ষার সময় হরতাল না দেয়ার ব্যাপারে মনস্থির করেছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এ বছর থেকেই এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার ফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হবে আগামী

সংসদীয় কমিটির বৈঠক

২০০৩ সাল থেকে।

দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রে একই সাথে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নতুন প্রতিষ্ঠিত সিলেট ও বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীন এ বছর থেকেই পরীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে।

নকলমুক্ত ও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য দেশের সকল জেলা প্রশাসকের কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের লেখা এক জরুরি চিঠি যাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পরীক্ষার সময় কোন কেন্দ্রে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে কিংবা দুর্নীতি হলে ওই পরীক্ষা কেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বাতিল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ বছর এসএসসি পরীক্ষা ১৫ই মার্চ শুরু হয়ে শেষ হবে ৪ঠা এপ্রিল। ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলো শেষ হতে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত সময় লাগবে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন দাখিল পরীক্ষাও একই সময় শুরু হবে। দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডে এবার এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ লাখ ৮৩ হাজার ৮৬

এসএসসি ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

এসএসসি ঃ গ্রেডিং পদ্ধতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জন। এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন দাখিল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৫২ হাজার জন। ৭টি বোর্ডের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সারাদেশের ৭শ ৫০টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে। বোর্ডওয়ারি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে, ঢাকা বোর্ড ২ লাখ ৩৫ হাজার ৪৮, কুমিল্লা বোর্ড ১ লাখ ১২ হাজার ৫শ ৬৩, যশোর বোর্ড ১ লাখ ২ হাজার ২শ ৪২, রাজশাহী বোর্ড ২ লাখ ৭৩ হাজার ৩শ ৬১, চট্টগ্রাম বোর্ড ৭৪ হাজার ২শ ৪০, বরিশাল বোর্ড ৫৬ হাজার ৫শ ৩৩ ও সিলেট বোর্ড ২৯ হাজার ৯৯ জন।

শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এইচএসসি পরীক্ষায় এ বছর ৫ লাখের মতো পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। ১০ই মে থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। তবে পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি এখনো প্রস্তুত করা হয়নি। এইচএসসি পরীক্ষার সাথে মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হবে।

সূত্র জানিয়েছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করতে এবার কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া কোন বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেলে যাতে সারাদেশের পরীক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য প্রত্যেক বোর্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ের রয়েছে একাধিক প্রশ্নপত্র। যাতে করে কোন সেট ফাঁস হয়ে গেলে বিকল্প সেট দিয়ে পরীক্ষা নেয়া যায়।

বোর্ড সূত্র জানায়, এ বছরই এসএসসি পরীক্ষার ফল গ্রেড পদ্ধতিতে প্রকাশের যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। নতুন এ পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সরাসরি গ্রেডে রূপান্তর করা হবে। এতে করে বর্তমানে প্রচলিত মেধা তালিকার স্টার দেয়া, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগভিত্তিক ফল প্রকাশ করা হবে না। এর পরিবর্তে এ, বি, সি গ্রেড দেয়া হবে। তবে 'এ' থেকে 'এফ' পর্যন্ত ৬টি স্তরে মেধাতালিকা বিন্যস্ত থাকবে। নতুন এ পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীদের পাসের জন্য শতকরা ৩৩ নম্বর পাওয়ার রীতি বহাল থাকবে। কোন পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ে ৩৩-এর কম নম্বর পেলে তাকে 'এফ' গ্রেড অর্থাৎ অনুত্তীর্ণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে দুর্নীতি রোধ ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা কমাতে এ গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। জানা গেছে, গ্রেডের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে এভাবে, এ গ্রেড ৫ পয়েন্ট, বি গ্রেড ৪ পয়েন্ট, সি গ্রেড ৩ পয়েন্ট, ডি ও ই গ্রেড ২ ও ১ পয়েন্ট। শতকরা ৮০ অথবা তার ওপর নম্বর পেলে পরীক্ষার্থী এ গ্রেড পাবে, বি গ্রেডের জন্য পরীক্ষার্থীকে ৬৯ থেকে ৭৯ নম্বর পেতে হবে। ৫৭ থেকে ৬৮ নম্বর হচ্ছে সি গ্রেড, ডি গ্রেডের জন্য ৪৫ থেকে ৫৬ নম্বর এবং ই গ্রেডের জন্য শতকরা ৩৩ থেকে ৪৪ নম্বর। ৩৩-এর নিচে নম্বর পেলে এফ গ্রেড অর্থাৎ অনুত্তীর্ণ।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে এ গ্রেড পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে।

সূত্র জানায়, এ বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় রাজনৈতিক চাপে অতিরিক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র দেয়া হবে না বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গতকাল মঙ্গলবার এক সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সভায় নকল রোধে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরা ঐকমত্য হন। নকল প্রবণতার কারণে কোন পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হলে তা পুনর্বহালের জন্য রাজনৈতিক চাপ দেয়া হবে না বলেও সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সংসদ ভবনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে চার বিরোধীদলীয় জোট এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে কোন হরতাল না দেয়ার ব্যাপারে মনস্থির করেছে। পাবলিক এ পরীক্ষার সাথে সারাদেশের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী ও পরিবার জড়িত থাকায় এ সময় হরতাল কর্মসূচি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে বলে বিরোধী জোটের এক উচ্চপর্যায়ের নেতা গতকাল এ প্রতিবেদককে জানান। বিরোধী জোট আগামী ২১শে মার্চ ঢাকায় মহাসমাবেশ ডেকেছে। ওই সমাবেশের পর হয়তো এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে হরতাল দেয়া হতে পারে। এ কথা জানিয়েছেন বিএনপির